প্রান্তিক

'প্রান্তিক' ১৩৪৪ বঙ্গাব্দের পৌষ মাসে প্রথম প্রকাশিত হয়।

এই গ্রন্থের প্রায় সব কয়টি কবিতাই ১৯৩৭ সেপ্টেম্বর মাসে কবির সংকটাপন্ন রোগ হইতে মুক্তিলাভের অব্যবহিত পরে রচিত হয়। ১৪, ১৫ এবং ১৬-সংখ্যক কবিতা কয়েক বৎসর পূর্বের রচনা।

১৪-সংখ্যক কবিতাটি 'চাঁদপুর য়ুনিয়ন ইন্‌স্টিট্যুটে ত্রিসপ্ততিতম রবীন্দ্র-জন্মোৎসবে কবিগুরুর আশীর্বাদবাণী' রূপে প্রেরিত হয়।

১৫-সংখ্যক কবিতাটি বিচিত্রার ১৩৪১ কার্তিক সংখ্যায় 'শরৎ' নামে মুদ্রিত হয়। শেষ সপ্তকের ২৩-সংখ্যক কবিতা ইহার গদ্য পাঠান্তর বলা যাইতে পারে।

১৬-সংখ্যক কবিতাটি 'শেষ সপ্তক' গ্রন্থের ৩৪-সংখ্যক কবিতার সহিত তুলনীয়।

১৩-সংখ্যক কবিতার দুইটি পূর্বপাঠ নিম্নে মুদ্রিত হইল—

জন্মের দিন করেছিল দান তোমারে পরম মূল্য,
রূপমহিমায় হলে মহীয়ান সূর্যতারার তুল্য।
দূর আকাশের পথে যে আলোক এসেছে ধরার বক্ষে
নিমেষে নিমেষে চুমি তব চোখ তোমারে বেঁধেছে সখ্যে।
দূর যুগ হতে আসে কত বাণী কালের পথের যাত্রী,
সে মহাবাণীরে লয় সম্মানি তোমার দিবসরাত্রি।

—প্রবাসী, অগ্রহায়ণ ১৩৪৩, পৃ· ২৫০

Scanned with CamScanner

জন্মের দিনে দিয়েছিল আজি তোমারে পরম মূল্য
রূপসত্তায় এলে যবে সাজি সূর্যতারার তুল্য।
দূর আকাশের পথে যে আলোক এসেছে ধরার বক্ষে
নিমেষে নিমেষে চুমি তব চোখ তোমারে বেঁধেছে সখ্যে।
দূর যুগ হতে আসে কত বাণী কালের পথের যাত্রী,
সে মহাবাণীরে লয় সম্মানি তোমার দিবসরাত্রি।
সম্মুখে তব গেছে দূর-পানে জীবযাত্রার পন্থ,
তুমি সেথা চল— বলো কেবা জানে এ রহস্যের অন্ত।

২২।৩।৩৪

—জয়শ্রী। বৈশাখ ১৩৪১

১৮-সংখ্যক কবিতাটির প্রসঙ্গে রবীন্দ্রভবনে-রক্ষিত 'বর্ষামঙ্গল' পাণ্ডুলিপির নিম্নসংকলিত উপসংহারের অংশ তুলনীয়—

নটরাজ। পালার শেষে শান্তিবাচনিকের নিয়ম আছে। আজ বিষধর নাগিনীরা জগতের চার দিকে ফণা তুলে গর্জন করছে। আজ শান্তির কথা পরিহাসের মতো শোনাবে। তাই উপসংহারে ডাক দিয়ে যাই তাদের, অকল্যাণের সঙ্গে লড়াইয়ের জন্যে যারা প্রস্তুত।

[? ১৯৩৭]

ইহা উল্লেখযোগ্য যে, নবম ছত্রে প্রথমাবধি একটি মুদ্রণপ্রমাদ ঘটিয়াছিল মনে হয়, এজন্যই প্রত্যাশিত অষ্টাদশ মাত্রা পুর্ণ হয় নাই। ঐ ছত্রে বিভিন্ন রবীন্দ্রপাণ্ডুলিপি অনুযায়ী, 'নৌকা' স্থলে শুদ্ধ পাঠ হইবে : খেয়ানৌকা।

Scanned with CamScanner